বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার ফলশ্রুতিতে ও তাঁর দিক-নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ৪টি পরিসংখ্যান অফিস (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি শুমারি কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আদমশুমারি কমিশন)-কে একীভূত করে সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এটি দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

বিবিএস এর লক্ষ্যঃ

জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ।

বিবিএস-এর উদ্দেশ্যঃ

- সঠিক ও মানসম্মত এবং সময়োপযোগী পরিসংখ্যান সরবরাহ;
- নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের চাহিদামাফিক উপাত্ত পরিবেশন;
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যাবলিঃ

ক) সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য দেশের আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনশুমারি, কৃষি শুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ অন্যান্য শুমারি ও জরিপের লক্ষ্যে যাবতীয় কর্যক্রম গ্রহণ।

খ) প্রতিমাসের ১১ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে মূল্য ও মজুরি সূচক (দরছক) CPI (Consumer Price Index) এর জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

গ) প্রতিমাসের ২০ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে Quantum Index of Industrial Production (QIIP) এবং Producer Price Index (PPI) এর জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ঘ) "Sample Vital Registration System (SVRS) in Digital Platform" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার নির্ধারিত ০৯টি পিএসইউ হতে জনমিতিক তথ্য (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন ও বহির্গমন) প্রতি মাসের ১-১০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়।

ঙ) মাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলার প্রধান ও অপ্রধান ফসলের চলমান হিসাব প্রস্তুত করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

সাধারণ পরিচিতি (বাংলাদেশ)[৩]

দেশ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
আয়তন : ৫৬৯৭৭ বর্গ মাইল বা ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি.
জনসংখ্যা : ১৬৯৮২৮৯১১ (২০২২)
মুদ্রা : টাকা (৳)
মান সময় : জিএমটি+৬ ঘণ্টা
প্রধান শিল্প : তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, রাসায়নিক সার, পাট ও পাট পণ্য, চা প্রক্রিয়াকরণ, ঔষধ, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, চিনি, সিমেন্ট, চামড়া পণ্য, খাদ্য, মাছ, পোল্ট্রি ইত্যাদি।
প্রধান খনিজ : প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, সাদামাটি, সিলিকা, বালু ইত্যাদি।

গোপালগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক তথ্যঃ[১]

উপজেলা	ইউনিয়নের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	আয়তন (ব.কি.)
গোপালগঞ্জ সদর	২১	১৯৪	৩৯১.৩৫
কাশিয়ানী	১৪	১৬৬	২৯৯.৬৪
মুকসুদপুর	১৬	২৫৫	৩০৯.৬৩
কোটালীপাড়া	১১	২১১	৩৬২.০৫
টুঙ্গিপাড়া	০৫	৬৭	১২৭.২৫
মোট	৬৭	৮৯৩	১৪৮৯.৯২

গোপালগঞ্জ জেলার জনমিতিক সূচক ২০২২[৩]

জেলার মোট জনসংখ্যা	১২৯৫০৫৭
লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা	
পুরুষ	৬৩৪১৬৯
মহিলা	৬৬০৮৩৬
লিঙ্গানুপাত (পুরুষ/মহিলা×১০০)	৯৫.৯৬%
নির্ভরতার হার	৫৭.৪৮%
শিশু-নারীর অনুপাত	৩৫২.৭
খানার সংখ্যা	৩০৮৭১০
জনসংখ্যান ঘনত্ব	৮৮২

গোপালগঞ্জ জেলার উপজেলা ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ ২০২২[৩]

উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
গোপালগঞ্জ সদর	২০০৯৩৮	২০০২০০	৪০১১৩৮
কাশিয়ানী	১১০১৯৬	১১৭৯৫৯	২২৮১৫৫
মুকসুদপুর	১৪৬৩৬২	১৬১১৫১	৩০৭৫১৩
কোটালীপাড়া	১১৯৮৭৯	১২৩৮৪০	২৪৩৭১৯
টুঙ্গিপাড়া	৫৬৭৯৪	৫৭৬৮৬	১১৪৪৮০
মোট	৬৩৪১৬৯	৬৬০৮৩৬	১২৯৫০০৫

গোপালগঞ্জ জেলার এসডিজি সূচক[৩]

এসডিজি সূচকসমূহ	শতকরা	সূচক
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী জনসংখ্যা	৫৩.৩০	৪.২.২
মোবাইল ফোনের মালিকানা	৫৪.৯০	৫.b.১
পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা	৭৭.২৩	৬.২.১(a)
মৌলিক হাতধোয়ার সুবিধা	৭১.৮৩	৬.২.১(b)
বিদ্যুৎ সুবিধা	৯৯.৭৩	৭.১.১
নিরাপদ জ্বালানী	৯.১৫	৭.১.২
শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে অনিয়োজিত যুব জনসংখ্যা	৩২.৮২	৮.৬.১
আর্থিক অন্তর্ভূক্তি	৪৯.১২	৮.১০.২
শহরভিত্তিক বস্তি	০.২৪	১১.১.১
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	২৭.৩৫	১৭.৮.১

গোপালগঞ্জ জেলার বাসস্থানের ধরণ অনুযায়ী খানা এবং জনসংখ্যা, ২০২২[৩]

	খানা	জনসংখ্যা
মোট খানা	**৩০৮৭১০**	**১২৯৫০৫৭**
বস্তি ও ভাসমান ব্যতীত মোট	**৩০৮৪৮৪**	**১২৯৪৩৫৭**
বস্তি খানা	**১৬২**	**৬৩৪**
ভাসমান খানা	৬৪	৬৬
সাধারণ খানা	৩০৪৩১৮	১২৫১৭২৩
প্রাতিষ্ঠানিক খানা	৪৬২	২৭৫৩৬
অন্যান্য খানা	৩৮৬৬	১৫৭৩২

গোপালগঞ্জ জেলার বৈবাহিক অবস্থাঃ[৩]

অবিবাহিত	**৩১৭৮৮৬**
বর্তমানে বিবাহিত	**৬৫৩৬৮৭**
বিধবা ও বিপত্নীক	**৬৬১২৭**
তালাকপ্রাপ্ত	৩৪২০
দাম্পত্য বিচ্ছিন্ন	৩৮০৯

গোপালগঞ্জ জেলার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা ও শতকরা হার, ২০২২[৩]

ধর্ম	জনসংখ্যা (জন)	শতকরা
মুসলিম	৯৩৩৬৬৭	৭২.১০%
হিন্দু	৩৪৮৯৬৫	২৬.৯৫%
খ্রিস্টান	১২০৪৯	০.৯৩%
বৌদ্ধ	১৯৫	০.০১%
অন্যান্য	১২৯	০.০১%

গোপালগঞ্জ জেলার সাক্ষরতার হারঃ[৩]

	৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	৭ বছর ও তদূর্ধ্ব
মোট	৭৮.৯৮%	৭৯.৮৪%
পুরুষ	৮০.৬৪%	৮১.৬৯%
মহিলা	৭৭.৪১%	৭৮.০৮%

গোপালগঞ্জ জেলার ধর্মভিত্তিক সাক্ষরতার হার (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব):[৩]

মুসলিম	৭৯.৩৮%
হিন্দু	৮০.৮৮%
খ্রিস্টান	৮৩.৪১%
বৌদ্ধ	৮৫.১৬%
অন্যান্য	৮৯.৫২%

গোপালগঞ্জ জেলার প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব):[৩]

সাধারণ	৮৮৭৭৮৯
কারিগরি	৬১৩৮
মাদ্রাসা	৬০১২১
অন্যান্য	৮৫৫৯

গোপালগঞ্জ জেলার কাজের ধরণ অনুযায়ী জনসংখ্যা (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):[৩]

মোট কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা	গৃহস্থালি কর্মে নিয়োজিত	কর্ম অনুসন্ধানরত	কর্মহীন
৩৪৩২৮৯	৩৫৪৩৪০	২১৮৭০	৪৪৯৮৯৯

গোপালগঞ্জ জেলার কর্মভিত্তিক নিয়োজিত জনসংখ্যা (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):[৩]

বেতন/মজুরির বিনিময়ে	মুনাফার বিনিময়ে	পরিবারের ভোগের উদ্দেশ্যে	শিক্ষানবিশ
১৯২৪০৯	৭৬৯০২	৫৯১২৩	১৪৮৫৫

গোপালগঞ্জ জেলার সেক্টর ভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):[৩]

বিষয়	কৃষি	শিল্প	সেবা
মোট	১৮৫৭৮৪	২৬১৬৪	১৩১৩৪১
পুরুষ	১৫৫০৫৪	২৫০৭৮	১১৭৪৯৬
মহিলা	৩০৭৩০	১০৮৬	১৩৮৪৫

গোপালগঞ্জ জেলার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হারঃ[৩]

	৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব
মোট	২৭.৩৫	৩৩.৬৬
পুরুষ	৩৪.৬৮	৪৩.৫৫
মহিলা	২০.৩৭	২৪.৫৭

গোপালগঞ্জ জেলার আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক/বীমা/ক্ষুদ্র ঋণ/পোস্ট অফিস) হিসাব ব্যবহারকারী ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার শতকরা হারঃ[৩]

মোট	২৪.২৫
পুরুষ	২৮.৭৪
মহিলা	২০.১২

গোপালগঞ্জ জেলার ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগণের মোবাইল ব্যাংকিং-এর শতকরা হিসাবঃ[৩]

মোট	৪১.৬৬
পুরুষ	৫২.৯৮
মহিলা	৩১.২৭

গোপালগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণঃ[৩]

মোট	২৪৭০
পুরুষ	১৩৩৬
মহিলা	১১৩৪

গোপালগঞ্জ জেলার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানঃ[২]

প্রতিষ্ঠান	শহর	গ্রাম	মোট সংখ্যা
স্থায়ী	৭৮৩৬	২৬০৯৬	৩৩৯৩২
অস্থায়ী	৪৪৪	৬০৭	১০৫১
অর্থনৈতিক খানা	৩৭৭৭	২৪২১০	২৭৯৮৭

গোপালগঞ্জ জেলার প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক সংখ্যাঃ[২]

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শতকরা
কুটির শিল্প	৬০০৯০	৯৫.৪৩
ক্ষুদ্র	৩৫২	০.৫৬
ছোট	২৫০০	৩.৯৭
মাঝারি	১৭	০.০২৭
বৃহৎ	১১	০.০১৭

গোপালগঞ্জ জেলার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানঃ[২]

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শতকরা
শহর	৯৪৭	২৪.৪৬
গ্রাম	২৯২৫	৭৫.৫৪

গোপালগঞ্জ জেলার অন্যান্য জনমিতিক তথ্যঃ[৪]

সূচক	হার
সাধারণ প্রজনন হার (GFR) (প্রতি হাজারে)	৬৬.৩
মোট প্রজনন হার (TFR) (প্রতি হাজারে)	২.১
স্থূল জন্মাহার (CBR) (প্রতি হাজারে)	১৭.১
স্থূল মৃত্যুহার (CDR) (প্রতি হাজারে)	৫.৫
প্রথম বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ: ২৪.১ মহিলা: ১৭.৬
৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	২৬.৬
প্রতিবন্ধী	৩.৬%
বাল্য বিবাহের হার (১৫ বছরের নিচে)	১৪.৯%
বাল্য বিবাহের হার (১৮ বছরের নিচে)	৫৭.৪%
Neo-Natal Mortality Rate (প্রতি হাজারে)	২৬.৬১
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	৫৭.৯%

তথ্যসূত্রঃ
১। আদমশুমারি ২০১১;
২। অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩;
৩। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২;
৪। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০২২;

জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়,
গোপালগঞ্জ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়